কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় দেশে দেশে সরকারগণ নানা ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশে নভেল করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদূর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই এ সংকট মোকাবেলায় বর্তমান সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত 'বৈশ্বিক মহামারী' এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং দিক নির্দেশনায় সরকার চারটি বড় কৌশলগত কর্মসূচি নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা- তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত এ চারটি মূল কৌশল নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল:

ক) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা: চাকুরি/কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয় বিবেচনা করে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশ ভ্রমণ এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যয় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। জিডিপি ও পাবলিক ব্যয়ের অনুপাত খুব কম (৩৪ শতাংশ) হওয়ায় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর চাপ পড়বে না এবং সরকারি ঋণের টেকসই অবস্থান বজায় থাকবে।

খ) আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ প্রণয়ন: উৎপাদন খাতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে, বিশেষ করে উৎপাদনমুখী শ্রমিক ধরে রাখা, প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বজায় রাখা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও ব্যবসায় পরিবেশকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ করে রপ্তানিমূখী উৎপাদন শিল্পের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান। এই ক্ষেত্রে প্রধান নীতিগত পদক্ষেপ হ'ল ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে স্বল্প সুদে বেশ কয়েকটি ঋণ সুবিধা প্রদান করা।

গ) সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি: দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, দিনমজুর এবং যারা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছেন তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সামাজিক সুরক্ষা জাল কর্মসূচির সম্প্রসারণ। এক্ষেত্রে প্রধান হস্তক্ষেপগুলো হলো: ক) বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, খ) বেশী ভর্তুকি মূল্যে ওপেন মার্কেট বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় (প্রতি কেজি ১০ টাকা), গ) ঝুঁকিতে থাকা লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে নগদ অর্থ প্রদান, ঘ) দেশের সবচেয়ে দারিদ্রপীড়িত ১১২টি উপজেলার সকল যোগ্য ব্যক্তিকে (শতভাগ) প্রদানের লক্ষ্যে ভাতা কর্মসূচী (বিধবা/স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা এবং বয়স্ক ভাতা) সম্প্রসারণ এবং প্রতিবন্ধি ভাতার সম্প্রসারণ; ঙ) দরিদ্র ও গৃহহীণ মানুষের জন্য সারা দেশে বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি।

ঘ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা: অর্থনীতিতে তারল্য বজায় রাখার জন্য মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা যাতে মহামারী থেকে উদ্ভূত shock বা আঘাত এর মধ্যেও সহনশীল পর্যায়ে থাকা যায় এবং দৈনন্দিন ব্যবসায় কার্যক্রম সুচারুরুপে সম্পাদন করা যায়। মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে সিআরআর (নগদ রিজার্ভ অনুপাত) এবং রেপো হার হ্রাস করেছে এবং প্রয়োজনে তা অব্যাহত থাকবে। তবে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি যাতে বৃদ্ধি না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

এসব কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে সরকার ২১টি কর্মসূচি সম্বলিত ১ লক্ষ ২০ হাজার ১৫৩ কোটি টাকার সামগ্রিক একটি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ (জিডিপির ৪.৩০ শতাংশ) ঘোষনা করেছে যা জরুরী স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে (পরিশিষ্ট:১)। এসব প্রণোদনা প্যাকেজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল: কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে তৈরি পোষাকসহ রপ্তানিমুখী খাতে রপ্তানি আদেশ বাতিল ও স্থগিত হতে শুরু করে। এতে করে এ খাতের প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হুমকির মধ্যে পড়ে। এ অবস্থায় রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার স্বার্থে মোট ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ

ঘোষণা করা হয়। ২৮/০৪/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ সম্পূর্ণ সুদমুক্ত (সর্বোচ্চ ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য) এবং এ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সরাসরি শ্রমিকের ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়। এ তহবিলের পুরো অর্থই ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২। ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান: কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে দুই দফায় এর আওতা বৃদ্ধি করে ৪০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এতে সুদের হার ৯ শতাংশ যার মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ৪.৫ শতাংশ প্রদান করবেন এবং বাকী ৪.৫ শতাংশ সরকার কর্তৃক প্রদেয়। ০৪/০৫/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। ২১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত এ প্যাকেজের আওতায় মোট ২৮,০৯৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৩। ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান: এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বল্প সুদে মোট ২০ হাজার কোটি টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে। সুদের হার ৯ শতাংশ যার মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ৪.০ শতাংশ প্রদান করবেন এবং বাকী ৫.০ শতাংশ সরকার কর্তৃক প্রদেয়। ১৩/০৪/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত এ প্যাকেজের আওতায় মোট ৭,০০০ কোটি টাকার অধিক বিতরণ করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো: ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের আওতায় কাঁচামাল আমদানির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আকার এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার হতে বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয় এবং এর সুদের হার কমিয়ে Variable Rate এর পরিবর্তে ফিক্সড ২ (দুই) শতাংশে নির্ধারন করা হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর ২০২০ এ সুদের হার আরও কমিয়ে ১.৭৫ শতাংশ করা হয়েছে। ০১/০৪/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। ২১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত এ প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১০,৩১২ কোটি টাকা।

৫। Pre-shipment Credit Refinance Scheme: রপ্তানিকারকদের রপ্তানির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মোট ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে। ১৩/০৪/২০২০ তারিখে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন/সার্কুলার জারী করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় পূনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের জন্য ২১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে মোট ৩১টি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

৬। চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি (১০০ কোটি টাকা): কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ এককালীন বিশেষ সম্মানি হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত জানিয়ে অর্থ বিভাগ হতে ০৯ জুলাই ২০২০ তারিখে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। উক্ত পরিপত্র অনুসারে বিশেষ সম্মানির জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা চূড়ান্ত করে এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি নিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সরকারি আদেশ জারী করবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুবিধাভোগী চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৭। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অথবা মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ (৭৭০ কোটি টাকা): কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানে সরাসরি নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে লকডাউন ও সরকার ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত মাঠ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের

অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালনকালে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২৫ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ৩৫ জনকে মোট ১৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৮। বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ: ভাইরাস প্রাদূর্ভাবের কারনে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য এই প্যাকেজের আওতায় জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাউল, ত্রান (নগদ) ও শিশু খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল, মে, ও জুন- তিন মাসে এই প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১,০৬৭ কোটি টাকার জরুরি খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

৯। ১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়: এই প্যাকেজটি দুই ভাগে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যথা: (ক) সারাদেশে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়ের চলমান কার্যক্রম বেগবান করা যা ২০২০ সালের এপ্রিল ও মে- দুই মাসে বাস্তবায়িত হয়, (খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও জেলা শহরসমূহে কার্ডের মাধ্যমে ১০/- টাকা কেজি দরে বিশেষ ওএমএস চাল বিক্রি করা যা ২০২০ সালের এপ্রিল, মে, ও জুন- তিন মাসে বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে, সারাদেশে সকল ইউনিয়নে ৫২৯ কোটি টাকার ১.৫০ লক্ষ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ ওএমএস এর আওতায় ২৪১ কোটি টাকার ৬৮ হাজার মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

১০। লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ: সারাদেশে নির্বাচিত ৫০ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে মোট ১,২৫৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করার লক্ষ্যে এই প্রণোদনা প্যাকেজটি গঠন করা হয়েছে। এর আওতায় অদ্যাবধি মোট ৩৪,৯৭,৩৫৩ জন উপকারভোগী বরাবর ২,৫০০ টাকা হারে মোট ৮৭৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, G2P (Government to Person) পদ্ধতিতে এই অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সুবিধা গ্রহণকারীর মধ্যে রয়েছে দিনমজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী, মটরশ্রমিক ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত লোকজন।

১১। ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি: দেশের তুলনামূলকভাবে বেশি দরিদ্র ১১২টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতা শতভাগে উন্নীত করা এবং দেশব্যাপী প্রতিবন্ধি ভাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রণোদনা প্যাকেজটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় উক্ত ৩ প্রকার উপকারভোগীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ০৫ হাজার জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে, যা ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। অতঃপর জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সময় হতে নতুন উপকারভোগীরা নিয়মিত ভাতা পাবেন।

১২। গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ: দরিদ্র ও গৃহহীনদের জন্য সারাদেশে গৃহ নির্মানের উদ্দেশ্যে এই প্যাকেজের অধীনে মোট ২ হাজার ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৩৬০ কোটি টাকা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে আশ্রয়ন প্রকল্পের জন্য ৪০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

১৩। বোরো ধান/চাল ক্রয় কার্যক্রম: কৃষকের উৎপাদিত ধান-চালের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও বাজারে চালের দাম স্থিতিশীল রাখতে এবারের বোরো মৌসুমে সরকারিভাবে ধান সংগ্রহ ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৬ লক্ষ মে.টন হতে বাড়িয়ে ৮ লক্ষ মে.টন এ উন্নীত করা হয়েছে। এ বাবদ অতিরিক্ত বরাদ্দের পরিমান ৮৬০ কোটি টাকা।

১৪। কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ (৩,২২০ কোটি টাকা): কৃষির আধুনিকায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রধান মৌসুমসমূহে শ্রমিক সংকট সমাধানসহ সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি (যেমন: কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার) বিতরণ বাবদ মোট ৩ হাজার ২২০ কোটা টাকা বরাদ্দ সম্বলিত এই প্রণোদনা প্যাকেজটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপরোক্ত কার্যক্রমে ব্যয় হয়েছে ১৬৮.২২ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে ৩,০২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১৫। কৃষি ভর্তুকি (৯,৫০০ কোটি টাকা): ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমান ছিল ৮ হাজার কোটি টাকা। করোনা সংকটের মুখে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমান বাড়িয়ে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এখাতে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ছাড় করা হচ্ছে।

১৬। কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে মাথায় রেখে কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে মোট ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা সম্বলিত কৃষি রিফাইন্যান্স স্কিম গঠন করা হয়েছে। ২০ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের পরিমান ২,০৮৯ কোটি টাকা।

১৭। নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম: নিম্ন আয়ের পেশাজীবি কৃষক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এই প্যাকেজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট হতে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে সার্কুলার/গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে এবং ০১ জুন ২০২০ হতে প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় ৪২টি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ২,৯১৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত এ প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকা।

১৮। কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে, ২,০০০ কোটি টাকা): অর্থ বিভাগ হতে গত ০৭/০৮/২০২০ তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং PKSF-এর প্রত্যেকের বরাবর ২৫০ কোটি টাকা করে সর্বমোট ১,০০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো এ অর্থের মাধ্যমে ঋণ প্রদান স্কিম চালু করছে। ইতোমধ্যে ৪২৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

১৯। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকি (২,০০০ কোটি টাকা): এই প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এপ্রিল ও মে মাসের সুদ আদায় স্থগিত করার কারণে মোট সুদ ১৬ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকার মধ্যে সরকার ২ হাজার কোটি টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ভতুর্কি হিসেবে প্রদান করবে যা আনুপাতিক হারে ঋণ গ্রহীতাগণকে পরিশোধ করতে হবে না। এ বিষয়ে সার্কুলার/গাইডলাইন জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংক ৭২.৮২ লক্ষ গ্রাহকের অনুকুলে ১,৩৯০ কোটি টাকা সুদ ভর্তুকির দাবী পেয়েছে, যা যাচাই-বাছাই চলছে।

২০। Credit Risk Sharing Scheme (CRS) for SME Sector (২,০০০ কোটি টাকা): সদ্য ঘোষিত এই প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গত ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে সার্কুলার জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এ প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বর্তমানে অপারেশন ম্যানুয়াল প্রণয়নের কাজ চলছে।

২১। Social Protection (Cash Transfer) program for the export oriented industry workers (১,১৩২ কোটি টাকা): ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে এই প্রণোদনা প্যাকেজটি ০৩/০৯/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় ০৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে কার্যক্রম নীতিমালার গেজেট জারী করেছে এবং MIS প্রস্তুত করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প সংগঠনকে চিঠি দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের তালিকা চেয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মাঠ প্রশাসনের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স ও নির্দেশনা প্রদান-১

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মাঠ প্রশাসনের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স ও নির্দেশনা প্রদান-২

কোভিড-১৯ মহামারির অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম